তারিখ : 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমকাল

উপাচার্যের মর্যাদা সমুন্নত রাখুন

উচ্চশিক্ষা

ড. মুহ. আমিনুল ইসলাম আকন্দ
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদটি কতটা লোভনীয়— এমন একটি জিজ্ঞাসা ছিল দশ বছরকাল আগে দায়িত্বে থাকা সাবেক একজন উপাচার্যের কাছে। উত্তর দিতে তিনি এটিকে রাজার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। একি সত্যজিৎ রায়ের শিশুতোষ চলচ্চিত্রে উপস্থাপিত সুণ্ডীর রাজা নাকি হীরকরাজ? এমন প্রশ্ন করতে না করতেই হেসে বলছিলেন, থাইল্যান্ডের রাজা নয় কেন? সম্প্রতি থাইল্যান্ডের সেই রাজা গত হয়েছেন। তার সম্মানে দেশটিতে পালন করা হচ্ছে মাসব্যাপী জাতীয় শোক। আমরা ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে জেনেছি তার কত না গুণাবলি। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নামমাত্র নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত আমাদের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি উপাচার্য এমন হলে কতই না ভালো হতো।

বয়সের কারণেই হয়তো ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে বেশ সময় উপাচার্য মহোদয়গণকে দেখার সুযোগ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে শিক্ষকদের নিয়ে কী কৌতূহল, উপাচার্যের কথা আর কী বলব। উপাচার্য ছিলেন ড. মো. আমিনুল ইসলাম। আমার নামের সঙ্গে মিল থাকায় সামনাসামনি দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। তাকে একবার দেখেছিলাম বটে। সেদিন হলে ছাত্র কাঁদছিল, অনেকে কেঁদেছে জানাজায়, শুনেছিলাম তার গুণাবলি। অনেক দিন পর ২০০০ সালে চাকরিকালে দেখেছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ড. আশরাফুল কামালকে। স্নেহপ্রবণ হলেও উপাচার্যের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করার কথা আমার সমসাময়িক কোনো প্রভাষককে ভাবতে দেখিনি। দু'বছর পর ভিন্নরূপে ছিল পরবর্তী জন। পথে একদিন সালাম বিনিময়ের সময় কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে একজন প্রভাষকের নাম ধরে বললেন, আমি তাকে রাখব না। উপাচার্যের মাথায় প্রভাষকের চিন্তা! বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর প্রভাষক-উপাচার্য বন্ধুও না কত দেখলাম। তবে ২০১১ সালে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. আমির হোসেন খানের মুখোমুখি হয়েছিলাম ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদের মতো অর্থনীতিবিদদের নিয়ে বসা নির্বাচনী বোর্ডে। ছিল না পরিচয়, যোগাযোগ, এমনকি কারও সুপারিশ। তবু তিনি নিয়োগ দিয়েই ফেললেন! উপাচার্যগণের নৈতিকতার ঘাটতি ব্যাপক সমালোচিত হলেও এখনও কি দু'চারজন উঁচু নৈতিকতা ও দৃঢ়তাসম্পন্ন উপাচার্য নেই?

একজন উপাচার্য একই সঙ্গে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নীতিনির্ধারণী ফোরামের অধিকর্তা এবং প্রধান বিচারকও বটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে প্রতিটি উপাচার্যের ক্ষমতা নানাভাবে নিরূপিত থাকলেও পদাধিকার বলে তিনি বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের সভাপতি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখতে পারেন। একজন উপাচার্যের কাছে প্রথম থেকে বিশতম গ্রেডে নিয়োগ ও পদোন্নতির যেরূপ ক্ষমতা থাকে, কোনো মন্ত্রীর কাছে তা হয়তো থাকে না। অন্যদিকে অধিকার বঞ্চিত কেউ শেষ আশ্রয় হিসেবে তার কাছেই ন্যায়বিচার

একজন উপাচার্য একই সঙ্গে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারণী ফোরামের অধিকর্তা এবং প্রধান বিচারকও বটে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে প্রতিটি উপাচার্যের ক্ষমতা নানাভাবে নিরূপিত থাকলেও পদাধিকার বলে তিনি বিভিন্ন কমিটি ও বোর্ডের সভাপতি হিসেবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব রাখতে পারেন। একজন উপাচার্যের কাছে প্রথম থেকে বিশতম গ্রেডে নিয়োগ ও পদোন্নতির যেরূপ ক্ষমতা থাকে, কোনো মন্ত্রীর কাছে তা হয়তো থাকে না। অন্যদিকে অধিকার বঞ্চিত কেউ শেষ আশ্রয় হিসেবে তার কাছেই ন্যায়বিচার প্রত্যাশা করে

প্রত্যাশা করে। তিনি প্রধান নির্বাহী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও জনবল যথেচ্ছ ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করতে পারেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করলেও নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকায় নেই বলে আমাদের উপাচার্যগণ অনেকাংশে ক্ষমতার স্বাধীন প্রয়োগ করতে পারেন। তাই বুঝি কেউ কেউ রাতের আঁধারে চেয়ার দখল করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন।

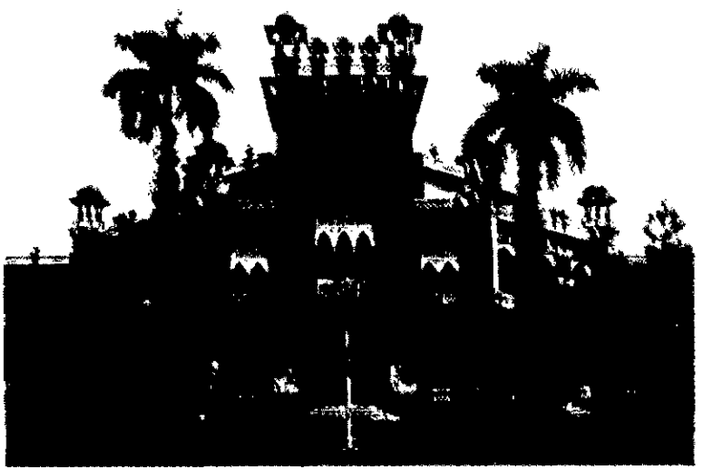

উপাচার্য মহোদয়গণের কার্যকলাপের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হলো নিয়োগ ও ব্যয়। নিজ সন্তানকে শিক্ষক বানানো এবং মেয়ের জামাই বানাতে শিক্ষক, কর্মকর্তা কিংবা ডাক্তার নিয়োগের অহরহ উদাহরণ আছে। এ নিয়ে সমালোচনা হলেও এটি বড় বিষয় নয়। যেমন আমার ছেলেকে নামি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে পারলে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোটায় ভর্তি করাতে তৎপর থাকব কি? আমাদের কোনো উপাচার্য অগত্যা নিজের পরিবারের দু'একজনকে নিয়োগ দিলে তা আমরা মেনে নিতেই পারি! কিন্তু সীমারেখা না মেনে জ্ঞাতিগোষ্ঠী ধরে নিয়োগ বা নিয়োগ-বাণিজ্য হলে তার নিন্দা করি। কারণ এর গুণিতক প্রভাব খুবই খারাপ। একটি অনৈতিক কাজের জন্য প্রশ্রয় পায় অন্য একটি বেমানান অনৈতিকতা। এ অবস্থার উত্তরণে অন্তত দশম ও নবম গ্রেডের কর্মকর্তাদের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নন-ক্যাডার হিসেবে নিয়োগের বিধান চালু করা যৌক্তিক মনে হয়। এতে পদ্ধতিগতভাবে বাছাইকৃত যোগ্যতরদের নিয়োগ, নিয়োগ-প্রক্রিয়ায় উপাচার্যদের ওপর বহিস্থ চাপ প্রশমন এবং উপাচার্যদের যথেচ্ছ নিয়োগ সীমিত করা সম্ভব হবে। আর শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নয়নে গুণমান উপেক্ষা করে শিক্ষামান উন্নয়নে দীর্ঘমেয়াদি বোঝা সৃষ্টির যৌক্তিকতা কী হতে পারে? শুধু উপাচার্যদের নৈতিকভাবে দোষারোপ বা অপসারণ করে থেমে গেলে তা তো নিবারণ করা যাবে না।

ক্ষমতাধর এ উপাচার্য পদে নিয়োগ পান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অধ্যাপক। একটি সময় ছিল যখন সরকারই খুঁজে বের করত জ্ঞানচর্চা, সৃজন ও বিতরণে এগিয়ে থাকা ভিশনারি সেই অধ্যাপক। একেলে শিক্ষকরা দলের সক্রিয় নেতাকর্মীর মতো রাজনৈতিক নেতাদের কাছে চলে এসেছেন। মাছ যেখানে জালে লাফিয়ে পড়ছে সেখানে জাল টানার প্রয়োজন আছে কি? রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ দিতে খোঁজার দরকার হয় না বলেই হয়তো অনুসন্ধান কমিটি গঠনের রীতি কার্যকর নেই। আর বিগত কয়েক দশকে এরূপ নিয়োগ চর্চা নিবিড়তর হয়েছে। এতে কী হয়েছে? দুই দশক আগেও যেখানে ছাত্ররা উপাচার্যের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করত না, সেখানে 'জুতা মার তালে তালে' স্লোগান দিতেও বাদ রাখছে না। শুধু কি তাই, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা পর্যন্ত ধমক দিয়ে নজির সৃষ্টি করছেন। রাজনীতিতে দক্ষ আমাদের উপাচার্যগণ হয়তো 'বিভাজন ও শাসন নীতি' বা 'ক্ষমতা সাম্যতার নীতি' প্রয়োগ করে অনেক কিছুই সামলে নিচ্ছেন। তবে অসম্মানের ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি উপাচার্য তথা শিক্ষকদের কি এক অসম্মানের দুষ্টজালে জড়িয়ে ফেলছে না?

উপাচার্য পদটির একটি আলাদা মর্যাদা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষক সমাজের মানকে সমুন্নত রাখতে উপাচার্যের মর্যাদা সমুন্নত রাখা দরকার। কোনো একটি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিমেল সায়েন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে আসন থেকে তুলে অন্য কর্মকর্তার বসাকে আমরা মেনে নিতে পারিনি। অষ্টম জাতীয় বেতনক্রমে বৈষম্য দূরীকরণের প্রাক্কালে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর অবমাননাকর মন্তব্যে শিক্ষক সমাজ প্রতিক্রিয়াশীল ছিল। তবে সে সমালোচনার অন্তরালে ছিল শিক্ষকদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন পাঠদান। কিন্তু সে কাজটি কেন আমার উপাচার্য করছেন? এটি স্থানীয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্র্যান্ডিং করলেও উপাচার্যের পদ তথা শিক্ষক সমাজের জন্য না-সূচক ব্রান্ডিং করছে না কি? আমরা আর কালিমাখা উপাচার্য-কথা পড়ার প্রত্যাশা করি না। উপাচার্য মহোদয়গণের নিজেদের সম্মান রক্ষায় সততা, দৃঢ়তা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রত্যয় অবশ্যই প্রত্যাশিত। অন্যদিকে উঁচু নৈতিকতার সুযোগ্য উপাচার্য নিয়োগে সরকারের সুনজর দেওয়া প্রয়োজন। আর তাদের নৈতিকতা রক্ষা করে কাজ করার পরিবেশ দিতে কাঠামোগত সংস্কার জরুরি বলে মনে হয়।

akanda_ai@hotmail.com